মহাভাষ্য ও কতিপয় ব্যাকরণ গ্রন্থ অনুসারে শব্দের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রতিপাদন : একটি সমীক্ষা

সহকারি অধ্যাপিকা : গঙ্গা দাস
মহাবিদ্যালয়ের নাম :শম্ভুনাথ কলেজ
Mobile No. : 8637541451
Email :dasganga94@gmail.com

সারসংক্ষেপ :

মনের ভাবনা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল শব্দ। মানব সভ্যতার অন্যতম সেরা উদঘাটিত সত্য হল শব্দ। শব্দ না থাকলে মানুষের আলোর অন্বেষণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। ভারতবর্ষের ঋষিরা শব্দের মহত্ত্বকেই সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই অনুভব করেছিলেন। আমরা কর্ণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে শব্দ শ্রবণ করি এবং বুদ্ধির সহায়তায় যে অর্থটিকে বোধগম্য করার চেষ্টা করি, উভয়ই একই শব্দব্রহ্মের বিবর্ত। শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধে বৈয়াকরণ, নৈয়ায়িক, মীমাংসক এবং আলংকারিক সকলেই আলোচনা করেছেন। বৈয়াকরণদের মধ্যে মহর্ষি পতঞ্জলি রচিত অন্যতম ব্যাকরণ গ্রন্থ হল মহাভাষ্য। মহাভাষ্য ৮৪টি আহ্নিকে সম্পূর্ণ। প্রথম আহ্নিক পস্পশা নামে পরিচিত। পস্পশা অংশে শব্দানুশাসন সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। শাব্দিকগণ মনে করেন বর্ণ মাত্র ই অনিত্য যেহেতু উচ্চারণের পরেই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। ধ্বনির দ্বারা ব্যঙ্গ্য নিত্য স্ফোটই হল শব্দ এবং শব্দই অর্থের বোধক। ধ্বনি বা বর্ণসমূহ স্ফোটের ব্যঞ্জকরূপেই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে স্ফোট হল ক্রম ও ভেদশূন্য

এক অখণ্ড বস্তু। এই স্ফোট বা শব্দকে আমরা নিত্য বলব না কার্য বলব তা হল মূল আলোচ্য বিষয়; যা এই গবেষণা পত্রটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ :

শব্দ, নিত্য, স্ফোট, ধ্বনি, মহাভাষ্য।

ভূমিকা :

শিক্ষা, কল্প, ছন্দ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ এই ছটি বেদাঙ্গের মধ্যে পাণিনির ব্যাকরণই বিদ্বৎসমাজে বেদের প্রধান অঙ্গরূপে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে। বেদ পাঠ থেকে শুরু করে বেদের মুখ্য লক্ষ্য মোক্ষ পর্যন্ত বেদবাক্যার্থবোধের প্রত্যেক স্তরেই ব্যাকরণ অধ্যয়নের ঐকান্তিক উপযোগীতা অনস্বীকার্য। একমাত্র ব্যাকরণই লৌকিক ও বৈদিক প্রত্যেকটি শব্দ ও পদকে প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিভাজনের মাধ্যমে নিষ্পাদন করে এবং বাক্যের বিবক্ষিত অর্থকে সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন–

“প্রধানঃ চ ষটস্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্ প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি”[১]।

শব্দের স্বরূপ :

ব্যাকরণের প্রধান আলোচ্য বিষয় শব্দতত্ত্ব। শব্দ অর্থের বাচক। শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ বা অবিনাভাব সম্বন্ধ বিদ্যমান। অর্থকে বাদ দিলে শব্দের শব্দত্ব সম্পন্ন হয় না। অর্থই শব্দের স্বরূপ। মীমাংসক মতে বর্ণই শব্দ, ন্যায়বৈশেষিক

মতে ধ্বনিই শব্দ। শাব্দিকগণ নাদ বা ধ্বনির দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য স্ফোটকেই শব্দ বলেন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন – যা উচ্চারিত হলে সাস্না, লাঙ্গুল, ককুদ, খুর ও শৃঙ্গবিশিষ্ট বস্তুর বোধ হয় তা হল শব্দ -

যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গূলককুদ-খুরবিষাণিনাং সম্প্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ[২]।

আবার তিনি কোথাও বলেছেন – লোকপ্রসিদ্ধতার দিক থেকে লোকে ধ্বনিকেই শব্দ বলে -

অথবা প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচ্যতে। তদ্ যথা শব্দং কুরু, মা শব্দং কার্ষীং, শব্দকার্যয়ং মানবক ইতি ধ্বনিঃ কুর্বন্নেবমুচ্যতে। তস্মাদ্ ধ্বনি শব্দঃ।[৩]

পতঞ্জলি প্রত্যাহার আহ্নিকে শব্দের আর একটি লক্ষণের কথা বলেছিলেন। সেখানে তিনি আধারের কথা বলেছেন যেগুলি হল শ্রোত্রোপলব্ধি, বুদ্ধির্নির্গ্রাহ্য এবং প্রয়োগেণাভিজ্বলিতঃ। -

"শ্রোত্রোপলব্ধিঃ বুদ্ধির্নির্গ্রাহ্য প্রয়োগেণাভিজ্বলিতঃ আকাশদেশঃ শব্দঃ।[৪]

শব্দ নিত্য না কার্য :

নিত্য ও শব্দ ভেদে কার্য দ্বিবিধ। নিত্য শব্দ হল স্ফোট এবং কার্য শব্দ হল ধ্বনি। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ হল শব্দ নিত্য না কার্য? বিষয়টিতে আলোকপাত করতে গিয়ে আমরা দেখি মহর্ষি পতঞ্জলি নিজেই বলেছেন-

"কিংপুনর্নিত্য শব্দ আহোস্বিৎ কার্যঃ?[5]

এই উক্তির দ্বারা তিনি শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। শব্দ যদি নিত্য হয় তাহলে ব্যাকরণ সূত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে কারণ নিত্যকে সূত্রের দ্বারা উৎপাদন করা যাবে না। আবার শব্দ যদি কার্য হয় তাহলে ব্যাকরণের দ্বারা তার উৎপাদন সম্ভব হতে পারে। তিনি বলেছেন- ব্যাড়ির সংগ্রহ গ্রন্থে শব্দকে নিত্যও বলা হয়েছে আবার কার্যও বলা হয়েছে। এই উভয়বিধ শব্দকে স্বীকার করলে কীভাবে ব্যাকরণ শাস্ত্রের সার্থকতা সিদ্ধ হয় ? উত্তরে বলা হয় যে পক্ষে শব্দ নিত্য সে পক্ষে ব্যাকরণের প্রক্রিয়া দ্বারা শব্দের ব্যুৎপাদন করা না গেলেও ব্যাকরণের দ্বারা নিত্য শব্দ যে সাধু তা জানিয়ে দেওয়া হয় সুতরাং ব্যাকরণের প্রয়োজন শব্দের নিত্যত্ব পক্ষেও সিদ্ধ হয়ে যায়। পুনরায় কণ্ঠ তালু জনিত অনিত্য ধ্বনিরূপ শব্দের উৎপত্তিতে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিশ্লেষণ কারণ হওয়ায় শব্দের অনিত্যত্ব পক্ষেও ব্যাকরণ শব্দের প্রয়োজন রয়েছে। এই জন্য বলা হয়েছে- "উভয়থাপি লক্ষণং প্রবর্ত্যম্[6] অর্থাৎ শব্দের নিত্যত্বপক্ষে ও অনিত্যত্বপক্ষে ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রবর্তন করতে হবে।

'সিদ্ধ' পদটির নিত্যতা প্রমাণের দ্বারা শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদন :

পাণিনি কিভাবে সূত্রের প্রবর্তন করেছেন, তিনি কি সূত্রের দ্বারা শব্দের সৃষ্টি করেছেন অথবা বিদ্যমান শব্দের স্মরণ করেছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' এই বার্তিকটির অবতারণা করেছেন। বার্তিকটির সম্পূর্ণরূপ হল-

'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ, যথা লৌকিকবৈদিকেষু' (বার্তিকগ্রন্থ ১)

বার্তিকটির সংক্ষিপ্ত অর্থ হচ্ছে, শব্দ, অর্থ এবং শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ এই তিনটি সিদ্ধ ও নিত্য। ভাষ্যকার বার্তিকটিকে চারটিভাগে উপস্থাপন করার চেষ্ঠা করেছেন-

১. সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' – অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য যার ফলে ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব।

২. লোকতঃ অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও তাদের সম্বন্ধ নিত্য তা লোক থেকে জানা যায়।

৩. লোকতঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্মনিয়মঃ – অর্থাৎ লোকে অর্থজ্ঞানের জন্য শব্দ প্রয়োগ করে।

৪. যথা লৌকিকবৈদিকেষু – লোকে ও বেদে ধর্মের নিয়ম করা হয়। শব্দের নিত্যতা প্রমাণের জন্য প্রথমে বার্তিকস্থিত সিদ্ধ পদটির নিত্যতা আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমে শব্দ ও অর্থ ও উভয়ের সম্বন্ধের সাথে যুক্ত ভাষ্যকার 'সিদ্ধ' শব্দের অর্থ নিয়ে নিজেই প্রশ্ন তুলে উত্তরে তিনিই আবার বলেছেন – 'নিত্যপর্যায়বাচী সিদ্ধ শব্দঃ।[৭] অর্থাৎ 'সিদ্ধ' শব্দটি নিত্য অর্থের বাচক। কারণ সিদ্ধ শব্দটি কূটস্থ ও অবিচলিত অর্থাৎ নিত্য পদার্থে বর্তমান তাই সিদ্ধ শব্দের অর্থ নিত্য। যেমন – স্বর্গ সিদ্ধ, আকাশ সিদ্ধ এরূপ ব্যবহার আমাদের চোখে পড়ে। 'সিদ্ধ' শব্দটি আবার কার্য ও অনিত্যবস্তুকে বোঝাবার জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভাষ্যকার বলেছেন-

'ননু চ ভোঃ কার্যেষ্বপি বর্ততে; .... ন পুনঃ কার্যে যঃ সিদ্ধ শব্দ ইতি'।[৮]

যেমন- অন্ন সিদ্ধ, ডাল সিদ্ধ, যবাগূ সিদ্ধ ইত্যাদি। এর উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেছেন-

"সংগ্রহে তাবৎ কার্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবান্ তদেব"।[৯]

অর্থাৎ ব্যাড়িকৃত সংগ্রহ গ্রন্থে সিদ্ধ শব্দ কার্যের প্রতিপক্ষভূত পদার্থকে বোঝাতেই 'সিদ্ধ' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। অতএব সিদ্ধ শব্দের অর্থ নিত্য। আবার সিদ্ধ শব্দ যে নিত্য অর্থের বাচক সেকথা বোঝাতে পতঞ্জলি বলেছেন –

"অথবা সন্ত্যেকপদান্যবধারণানি ..... সিদ্ধ এব, ন সাধ্য ইতি"[১০]

উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন – অবভক্ষ বা বায়ুভক্ষ। অর্থাৎ যে কেবল জল বা বায়ু খেয়ে বেঁচে থাকে এমন মুনি বিশেষ বা প্রাণিবিশেষ বোঝাতে এই শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। উক্ত পদদুটি থেকে অবধারণ অর্থ সূচিত হওয়ায় অব্ ও বায়ু একপদ অবধারণ বলে গণ্য হয়। ঠিক অনুরূপভাবে 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' বার্তিকে 'এব' পদ না থাকলেও 'সিদ্ধ এব' অর্থাৎ 'সিদ্ধ নিত্যই' – এই অবধারণ অর্থ সূচিত হয়েছে।

ভাষ্যকার সিদ্ধ শব্দের নিত্য অর্থ গ্রহণের জন্য আর একটি পক্ষকে উপস্থাপিত করেছেন-

"অথবা পূর্বপদলোপোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ- অত্যন্তসিদ্ধঃ সিদ্ধ ইতি। তদ্ যথা দেবদত্তো দত্তঃ, সত্যভামা ভামেতি'[১১]

অর্থাৎ লোকে অনেকসময় শব্দের একাংশ প্রয়োগ করে শব্দের সম্পূর্ণ শব্দের অর্থকে বুঝিয়ে থাকে। যেমন- 'দেবদত্ত' যার নামে তাকে শুধু দত্ত বলেও অভিহিত করা হয়। ঠিক তেমনি 'অত্যন্তসিদ্ধে' এই সম্পূর্ণ শব্দের অত্যন্ত পদটির লোপ ঘটিয়ে সিদ্ধে এরূপ একাংশ পদের দ্বারা অত্যন্তসিদ্ধ শব্দের অর্থকেই বুঝিয়েছেন। অত্যন্তসিদ্ধ অর্থাৎ অবিনাশী ও নিত্য। কার্যপদার্থ বিনাশী হওয়ায় তা অত্যন্তসিদ্ধ নয়। অর্থাৎ সিদ্ধ পদের দ্বারা নিত্য অর্থকেই বোঝানো হয়েছে। পুনরায় যদি সিদ্ধ শব্দের নিত্যত্ব নিয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হয় সেক্ষেত্রে ভাষ্যকার বলেছেন – "অথবা ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষম্ ইতি নিত্যপর্যাযবাচিনো গ্রহণমিতি ব্যাখ্যাসাম"[১২] অর্থাৎ কোনসূত্রের অর্থ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হলে সেই সূত্রের ব্যাখ্যা করে তার বিশেষ অর্থের নিশ্চয় করতে হয়। বিশেষের নিশ্চয়ের দ্বারা সন্দেহের অবসান ঘটে থাকে। শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে আপ্তলক্ষণ কিংবা অনুশাসন বাক্য অপ্রমাণ হয়ে যায় না। অতএব বার্তিকস্থিত 'সিদ্ধ' শব্দটিকে নিত্য অর্থের প্রতিশব্দ বা পর্যায়শব্দ বলেই ব্যাখ্যা করতে হবে। ফলে 'সিদ্ধ' শব্দটি নিত্যর্থক এরূপ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।

'সিদ্ধ' শব্দের ব্যাখ্যায় পুনরায় প্রশ্ন উঠলে 'সিদ্ধ' শব্দের দ্বারা নিত্য অর্থ বোঝাতে 'নিত্য' শব্দই তো সরাসরি ব্যবহৃত হতে পারতো। 'নিত্য' শব্দটি ব্যবহৃত হলে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত না। পূর্বপক্ষীদের কথায়–

কিং পুনরনেন বর্ণ্যেন ? কিং ন মহতা কণ্ঠেন .... অসন্দেহঃ স্যাৎ।[১৩]

ভাষ্যকার যুক্তির সমাধানে বলেছেন – 'মঙ্গলার্থম্[১৪]'। অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য। কাত্যায়ন

রচিত বার্তিক গ্রন্থটি একটি সুবিশাল গ্রন্থ। তিনি জানতেন শাস্ত্রের আদিতে মঙ্গলাচরন করতে হয়। মঙ্গলের দ্বারা গ্রন্থসমাপ্তি ঘটে ও বিঘ্নধ্বংস হয়। আবার এই শাস্ত্র যারা অধ্যয়ন করেন তাঁরা দীর্ঘায়ূ হন এবং তাঁদের কাম্য ফল লাভ করেন। এই কারণে বার্তিককার নিত্য শব্দের প্রয়োগ না করে সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করেছেন। সিদ্ধ শব্দ শ্রবণ করলে মঙ্গল হয়। পূর্বপক্ষী আবার বলতে পারেন বার্তিককার মঙ্গলার্থক অথ শব্দ ব্যবহার করে তারপর নিত্য শব্দ প্রয়োগ করে 'অথ নিত্যে শব্দার্থসম্বন্ধে' এরূপ মঙ্গলাচরণ করতে পারতেন। এর উত্তরে মহাভাষ্যকার বলেন নিত্য শব্দটি দ্ব্যর্থক। নিত্য শব্দটি যেমন অবিনাশী, উৎপত্তিরহিত নিত্য অর্থকে বোঝায় আবার অনুরূপভাবে 'পৌনঃপুন্য' অর্থকেও বোঝায়। কারণ 'নিত্য প্রহসিতঃ' এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় ফলে সংশয়ের সৃষ্টি হত। নিত্য শব্দটি যেহেতু মঙ্গলবাচক নয় তাই বার্তিককার আদিতে সিদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করেছেন, শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধের নিত্যতা প্রতিপাদনের জন্য এবং মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে শাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধির জন্য।

শব্দ, অর্থ ও উভয়ের সম্বন্ধ যে নিত্য তা সুনিশ্চিতভাবে স্থির করার জন্য অপর আর একটি বার্তিক বাক্যের অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন – 'লোকতঃ' (বার্তিক)

অর্থাৎ অনাদি লোকব্যবহার পরম্পরা থেকে শব্দার্থ সম্বন্ধের নিত্যতা সম্পর্কে জানা যায়। মানুষ অপরের জ্ঞানোৎপাদনের জন্য শব্দ প্রয়োগ করে থাকে। উচ্চারণ কখনই শব্দের উৎপাদক হতে পারে না। উচ্চারণের পূর্বেই শব্দ অবস্থিত থাকে। বক্তা বিশেষ শব্দের উল্লেখের দ্বারা বিশেষ অর্থ প্রতিপাদনের মাধ্যমে বিষয়কে অপরের জ্ঞানের

যোগ্য করে থাকে কিন্তু অর্থকে উৎপাদন করেনা সুতরাং শব্দ নিত্য, অর্থ নিত্য ও সম্বন্ধীদ্বয় নিত্য হওয়ায় উভয়ের সম্বন্ধও নিত্যতায় পর্যবসিত হয়।

শব্দের নিত্যতা প্রতিপাদনে অন্যান্য বৈয়াকরণ মত :

শাব্দিকগণের মতে শব্দ, অর্থ ও তাদের সম্বন্ধ নিত্য। শাব্দিকগণ মনে করেন সাধু শব্দ জ্ঞানের দ্বারা শব্দব্রহ্ম উপলব্ধির মাধ্যমে পরব্রহ্মরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে থাকে। আচার্য ভর্ত্তৃহরি শব্দব্রহ্মবাদের প্রবক্তা। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের ন্যায় ভর্ত্তৃহরির শব্দব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই শব্দতত্ত্ব উৎপত্তিবিনাশ রহিত। তিনি বিশাল জগৎপ্রপঞ্চকে শব্দব্রহ্মের বিবর্তরূপে অভিহিত করেছেন।

“অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।

বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।[১৫]

ভর্ত্তৃহরি শব্দজাতির নিত্যত্ব স্বীকার করেছেন। শব্দ ও অর্থের নিত্যতা কেবল জাতি বা আকৃতিপক্ষকে সমর্থনের মাধ্যমেই সম্ভব। তিনি শুধুমাত্র শব্দকে নিত্য বলেননি, অর্থ ও সম্বন্ধকেও নিত্য বলেছেন।

নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাঃ সমাম্নাতা মহর্ষিভিঃ।

সূত্রাণামনুতন্ত্রানাং ভাষ্যাণাঞ্চ প্রণেতৃভিঃ।।[১৬]

নাগেশের মতে মধ্যমা পদের দ্বারা স্ফোট অধিকৃত্য হয়-‘তাদৃশো মধ্যমানাদব্যঙ্গ্য শব্দ স্ফোটাত্মক্ ব্রহ্মরূপো নিত্যশ্চ।[১৭] স্ফোটাত্মক শব্দ বুদ্ধিতে অবস্থান করে। যুক্তিসিদ্ধ যে শব্দের অভিব্যক্তি উচ্চারিত ধ্বনিরূপ শব্দের দ্বারা ঘটে, তাই স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দ। শব্দ যদি নিত্য না হত, তাহলে প্রতিবার উচারণভেদে অসংখ্য শব্দ। যেমন – অনন্ত গোব্যক্তির মধ্যে নিত্য এক গোত্ব সামান্য আছে, তেমনি অসংখ্য গো শব্দের মধ্যে নিত্য এক গো শব্দত্ব স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক।

শব্দের নিত্যতা ও অনিত্যতা নিয়ে যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে পূর্ববর্তী আচার্য ঔদুম্বরায়ণকে স্মরণ করেছেন। তাঁর মত উল্লেখ করে বলেছেন-

ইন্দ্রিয়নিত্যং বচনম্ ঔদুম্বরায়ণঃ[১৮]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় থেকে বিচ্যুত হলেই শব্দ অনিত্য। কিন্তু শব্দ অনিত্য হলে শব্দের চতুষ্টয়ত্ব সম্ভব হয় না, শব্দের সঙ্গে শব্দান্তরের সম্বন্ধও উৎপন্ন হয় না, শাস্ত্রকৃত যোগও সঙ্গত হয় না। এর উত্তরে যাস্ক বলেছেন –

‘ব্যপ্তিমত্ত্বাত্তু শব্দস্য’[১৯]

অর্থাৎ শব্দ ব্যাপ্তিমান। শব্দ ব্রহ্ম ও শ্রোতার বুদ্ধিতে ব্যাপ্ত অবস্থায় থাকে। যা অস্থায়ী তা ব্যাপ্ত অবস্থায় থাকে না অতএব শব্দ স্থায়ী ও নিত্য।

মীমাংসকগণ শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেছেন ঠিকই কিন্তু তাদের শব্দস্বরূপ শাব্দিকগণের শব্দস্বরূপের থেকে আলাদা। মীমাংসকগণের মতে স্ফোট নয় বর্ণসমূহই

শব্দ এবং এই বর্ণাত্মক শব্দই নিত্য। তবে শাব্দিকগণ শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেছেন সত্য, তবে এই নিত্যতা ব্যবহারিক। 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' বার্তিকটির ব্যাখ্যাকালে পতঞ্জলি বলেছেন, বাস্তবে অনিত্য পদার্থের আদি ও অন্ত কখনই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাই এদের প্রবাহনিত্যতাকে স্বীকার করতে হবে- 'তদপি নিত্যং যস্মিংস্তত্ত্বং ন বিহন্যতে'[২০] ভর্তৃহরিও শব্দের ব্যবহারিক নিত্যতাকেই স্বীকার করেছেন। প্রাণীদেহের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকৃত হলেও জন্মান্তররূপ পরিগ্রহবশতঃ প্রবাহরূপে যেমন তাদেরও ব্যবহারিক নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় ঠিক তেমনই শব্দব্যবহার অনাদি হওয়ায় বাস্তব নিত্যতার পরিবর্তে তার ব্যবহারিক নিত্যতাই স্বীকার করা উচিত।

"নিত্যত্বে কৃতকত্বে বা তেষামদির্ন বিদ্যতে

প্রাণিনামিব সা চৈষা ব্যবস্থানিত্যতোচ্যতে"।[২১]

উপসংহার :

মহাভাষ্যের প্রথমেই পতঞ্জলি বলেছেন- অথ শব্দানুশাসনম্। শব্দ বলতে তিনি ধ্বনিরূপ ব্যবহারিক শব্দকেই বুঝিয়েছেন। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, গুণ, বৃদ্ধি, দ্রুত বিলম্বিত প্রভৃতি ব্যাকরণমূলক বিষয় কেবলমাত্র ধ্বন্যাত্মক শব্দেই আরোপিত হতে পারে। স্ফোটাত্মক নিত্যশব্দে তা কখনই উপলব্ধি করা যায় না। ধ্বনি বা নাদের ক্রমানুসারে উৎপত্তির ফলে শব্দ ক্রমবান বা ভেদবান রূপে প্রতীত হয়ে

থাকে। অর্থ প্রতিপাদনে সক্ষম স্ফোট এক, নিরবয়ব, বিভু। শাব্দিকগণ তথা মহাভাষ্যকার শব্দব্রহ্মের নিত্যতা স্বীকার করেছেন। শব্দ যদি অর্থের আকৃতি লাভ করতে সমর্থ হয় তাহলে শব্দের রূপ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী কিন্তু শব্দ হল নিত্য বস্তু, তার রূপান্তর প্রাপ্তি অসম্ভব। অতএব মহাভাষ্যকারের মত অনুয়ায়ী শব্দ নিত্য যা তিনি কাত্যায়ন উল্লেখিত বার্তিকের ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। তিনি নিজেও 'নিত্যেষু শব্দেষু কূটস্থৈঃ' বাক্যের মাধ্যমে শব্দের নিত্যত্বই প্রমাণ করেছেন। শব্দের নিত্যতা সম্পর্কে মুনিত্রয়ের একই খুব এবং তারা শব্দকে নিত্য বলেও পাশাপাশি শব্দ, অর্থ ও উভয়ের সম্বন্ধকেও নিত্য বলে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. ব্যাকরণ মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিক ১.১.১ পৃষ্ঠা – ২৩

২. তদেব পৃষ্ঠা – ১৩

৩. তদেব পৃষ্ঠা – ১৯

৪. ব্যাকরণ মহাভাষ্য প্রত্যাহারসূত্র ১.১.২ পৃষ্ঠা- ৯৭

৫. ব্যাকরণ মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিক – ১.১.১ পৃষ্ঠা – ৫৭

৬. তদেব পৃষ্ঠা – ৫৮

৭. তদেব পৃষ্ঠা – ৬০

৮. তদেব

৯. তদেব

১০. তদেব

১১. তদেব পৃষ্ঠা – ৬১

১২. তদেব

১৩. তদেব

১৩. তদেব

১৪. তদেব

১৫. বাক্যপদীয় – ১.১

১৬. তদেব – ১.২৩

১৭পরমলঘুমঞ্জুষা স্ফোটনিরুপণ

১৮. নিরুক্ত ১.১.১.১৮

১৯. তদেব ১.১.২.৪

২০. ব্যাকরণ মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিক ১.১.১. পৃষ্ঠা – ৬৪

২১. বাক্যপদীয় – ১.২৮

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

কর, গঙ্গাধর। *শব্দার্থ-সম্বন্ধ-সমীক্ষা*। কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৫ (পুনর্মুদ্রণ)।

নাগেশভট্ট। *পরমলঘুমঞ্জুষা*। সম্পা. বিজয়া গোস্বামী। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০২২ (পুনর্মুদ্রণ)।

পতঞ্জলি। *ব্যাকরণ মহাভাষ্য*। সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, দীননাথ ত্রিপাঠী, দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০২২ (পুনর্মুদ্রণ)।

পতঞ্জলি। *ব্যাকরণ মহাভাষ্যম্*। সম্পা. ভার্গবশাস্ত্রী, ভিকাজী জোশী। দিল্লী : চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০১১ (পুনর্মুদ্রণ)।

পতঞ্জলি। *মহাভাষ্যম্ (পস্পশাহ্নিক)*। সম্পা. গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য্য। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০২।

পতঞ্জলি। *পাণিনীয় মহাভাষ্য*। অনু. শ্রী মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮।

ভর্তৃহরি। *বাক্যপদীয় (ব্রহ্মকাণ্ড)*। সম্পা. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৭(পুনর্মুদ্রণ)।

ভট্টাচার্য্য, অমিত। *ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

যাস্ক। *নিরুক্তম্*। সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর। কলকাতা : ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, ২০১৭ (পুনর্মুদ্রণ)।

যাস্ক। *নিরুক্ত*। সম্পা. উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭ (পুনর্মুদ্রণ)।

হালদার, গুরুপদ। *ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭ (পুনর্মুদ্রণ)।